কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দা

ডব্লিউ. পি. এ. ২০২২ সালের ৮০৮৯ নম্বর
সঙ্গে
আই.এ. ২০২২ সালের ১ নম্বর সি এ এন
ড. কাভিতা ওয়াধওয়া
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য - শ্রী অনুভব সিনহা, আইনজীবী
শ্রী শমিক সরকার, আইনজীবী

ভারত ইউনিয়নের জন্যঃ শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী

উত্তরদাতার জন্য নম্বর ২ থেকে ১১ : শ্রীমতী জিনি জেটলি রাউত্রে, আইনজীবী
শ্রীমতী প্রজ্ঞা ভৌমিক, আইনজীবী

ইউ. জি. সি-র জন্যঃ শ্রী অনিল কে. আর. গুপ্ত, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ২৫.০৮.২০২৩

রায়- ১৯.১০.২০২৩

বিচারপতি কৌশিক চন্দা :-

রিট আবেদনকারী বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেডে (সংক্ষেপে "আই. আই. এফ. টি") "সহকারী অধ্যাপক" (স্তর-১২) পদে অধিষ্ঠিত। আবেদনকারী ২০১৮ সালের ১ মে আই. আই. এফ. টি-তে যোগদান করেন, যার বেতন স্কেল ছিল. – ১,০১,৫০০ – ১,৬৭,৪০০/- টাকা আবেদনকারী দাবি করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষক ও অন্যান্য একাডেমিক কর্মী নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা এবং উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখার ব্যবস্থা, ২০১৮ (সংক্ষেপে "ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮") সম্পর্কিত ইউ. জি. সি রেগুলেশনের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী তিন বছরেরও বেশি চাকরি শেষ করার পরে সহযোগী অধ্যাপক (একাডেমিক স্তর-১৩এ) পদে পদোন্নতির যোগ্য, কিন্তু উক্ত অধিকার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে ১৮ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে "ইউজিসি/সিএফটিআই রেগুলেশন" অনুযায়ী বেতন স্কেল দেওয়া হবে। আবেদনকারী জমা দিয়েছেন যে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের যোগ্য কারণ তিনি ইউজিসি প্রবিধান, ২০১৮ অনুসারে যোগ্যতার মানদণ্ড এবং পদোন্নতির মানদণ্ড পূরণ করেন। আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী ২০১১ সালে অ্যাকাউন্টিংয়ে প্রথম পিএইচডি এবং ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বিভিন্ন একাডেমিক প্রকাশনাও রয়েছে যা পদোন্নতির মানদণ্ড পূরণ করে। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে যেহেতু আই. আই. এফ. টি একটি গণ্য বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৩-এর অধীনে, তাকে ইউজিসি প্রবিধান, ২০১৮ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। অতএব, আবেদনকারীকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে একাডেমিক স্তর-১২/সিলেকশন গ্রেডে তিন বছরের চাকরি শেষ করে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া উচিত।

৩. আরও বলা হয়েছে যে, আই. আই. এফ. টি ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮-এর অধীনে আবেদনকারীকে পদোন্নতি দিতে অস্বীকার করেছে। আবেদনকারী আই. পি. এস-এর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক করেছেন। বলা হয়েছে যে, ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮ এবং আই. পি. এস-এর মধ্যে পার্থক্য মূলত এই যে, প্রথমটির অধীনে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য যোগ্য হতে সহকারী অধ্যাপক পদে তিন বছর সময় লাগবে এবং পরেরটির অধীনে মোট আট বছর অর্থাৎ অতিরিক্ত পাঁচ বছর সময় লাগবে। আবেদনকারী বলেন যে আই. আই. এফ. টি-র আই. পি. এস-এর আই. আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদের কাছ থেকে অনুমোদনের অভাব রয়েছে এবং তাই আবেদনকারীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে না।

৪. আই. আই. এফ. টি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীর মামলাটি ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮ দ্বারা পরিচালিত নয়। আই. আই. এফ. টি জমা দিয়েছে যে আই. পি. এস-কে ২৪শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৪০তম বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এরপরে, পরিচালনা পর্ষদের ৪০তম বৈঠকে উক্ত আলোচ্যসূচিতে আলোচনা করা হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে উপরোক্ত আলোচ্যসূচিটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার এবং যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীন ছিল, তাই আই. এফ. টি আইনি মতামত পেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি যথাযথভাবে সমাধান করুন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগ

২০১৮-র ৭ই আগস্টের চিঠির মাধ্যমে আই. আই. এফ. টি-র ফ্যাকাল্টি সদস্যদের জন্য আই. পি. এস বাস্তবায়নের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়েছে। ৪১তম বৈঠকে পরিচালনা পর্ষদ এজেন্ডা আইটেম নং এক্স (আই. পি. এস-এর বাস্তবায়ন) উল্লেখ করেছে এবং পরবর্তীকালে, ১১ই জানুয়ারি, ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত ৪২২৪তম বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৮-র ২৬শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৪১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়েছে। আই. আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকের উপরোক্ত কার্যবিবরণী, বাণিজ্য বিভাগের অনুমোদনের সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, তা দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে আই. আই. জে. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদ আই. পি. এস-কে যথাযথভাবে অনুমোদন করেছে এবং তাই আবেদনকারীর মামলাটি আই. পি- এস দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

৫. মামলার যোগ্যতা খতিয়ে দেখার আগে, এটি স্পষ্ট করা উচিত যে যুক্তি চলাকালীন, উভয় পক্ষকে তাদের নিজ নিজ যুক্তির লিখিত নোট সহ প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত নথি প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, নথির অনুলিপিগুলি পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশিত নথির সত্যতা অবিসংবাদিত।

৬. এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদ (বর্তমানে পরিচালনা পর্ষদ নামে পরিচিত) ১৯৯৯ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আই. আই. এফ. টি অনুষদের যোগ্যতা এবং বেতনের স্কেলের প্রস্তাবটি ভারতীয় পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির অনুষদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমোদন করেছে যা কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির বেতন স্কেল অনুসরণ করে।

৭. আবেদনকারী অনলাইনে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ সহ আই. আই. এফ. টি দ্বারা প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের পরে সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন আবেদন নভেম্বর ২৭,২০১৭।

সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত বেতন স্কেল ছিল নিম্নরূপঃ

> **"পে স্কেল সহকারী অধ্যাপকঃ**
>
> **ইউজিসি/সিএফটিআই দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পে ব্যান্ড ১৫,৬০০-৩৯,১০০ + এজিপি. ৬,০০০/৭,০০০/৮০০০ টাকা .....”**

৯. আবেদনকারী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছিলেন এবং তার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তাকে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আই আই এফ টি দ্বারা ১,০১,৫০০-১,৬৭,৪০০/-এর বেতন ম্যাট্রিক্সে নিযুক্ত করা হয়েছিল। (লেভেল-১২) গ্রেড পে সহ ৮০০০/- টাকা।

১০. পে ম্যাট্রিক্স নির্ধারিত ইউজিসি রেগুলেশনস, ২০১৮ -এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের ফিক্সেশন করা হয়নি। আবেদনকারীকে দেওয়া পে ম্যাট্রিক্স ইউ জি সি রেগুলেশনস ২০১৮-এর অধীনে পে ম্যাট্রিক্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সহকারী অধ্যাপক (লেভেল-১২)।

১১. পরিবর্তে, আবেদনকারীর বেতন ৬ তম বেতন কমিশন পে ব্যান্ডের সাথে মেলে যা পে লেভেল-1-এ সহকারী অধ্যাপকের (লেভেল-১২) জন্য পে ব্যান্ড-III (১৫,৬০০-৩৯,১০০/- টাকা) তে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়িত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিতে প্রযোজ্য ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা বিভাগ ১৫-৪/২০১৭- টি সি নম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।

১২. তাই, এটা দাবি করা অযোগ্য যে আবেদনকারীকে ইউ জি সি রেগুলেশনস, ২০১৮ অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং উল্লিখিত প্রবিধানের অধীনে পদোন্নতির একটি ফলশ্রুতিবদ্ধ অধিকার রয়েছে।

১৩. আমার অভিমত হল যে আবেদনকারীকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাকে বেতন দেওয়া হয়েছিল সহকারী অধ্যাপকের স্কেল (স্তর-১২) এবং বেতনের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া বেতন

২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের সিদ্ধান্তে আই. আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির স্কেল। প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপন বা আবেদনকারীর নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হয়নি যে আবেদনকারীর পদোন্নতি ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮-এর শর্তাবলী অনুসারে হবে। বিজ্ঞাপনে কেবল উল্লেখ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর বেতন স্কেল হবে "ইউ. জি. সি/সি. এফ. টি. আই দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে"। আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি যে আবেদনকারীকে আসলে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির বেতন স্কেল দেওয়া হয়েছিল, ইউ. জি. সি নয়। অতএব, আবেদনকারীর পদোন্নতি ইউ. জি. সি রেগুলেশন, ২০১৮ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না।

১৪. আবেদনকারী ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১৮-এর অধীনে তার নিয়োগকে বোধগম্যভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রযোজ্য প্রচারমূলক নীতি সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তি কেবল তার জন্য দায়ী করা যায় না। আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য প্রচারমূলক নীতি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

১৫. আই. আই. এফ. টি তার লিখিত যুক্তিতে স্বীকার করে যে ২০১৭ সালের আগে অনুষদ সদস্যদের জন্য কোনও প্রচারমূলক নীতি ছিল না। অনুষদ সদস্যদের বর্তমান পদে নির্দিষ্ট বছর চাকরি শেষ করার পরে উচ্চতর পদের জন্য নতুন করে আবেদন করতে হত। পরবর্তীকালে, একটি বিশ্বাসযোগ্য পদোন্নতি নীতি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল যাতে তার অনুষদ সদস্যদের দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখা যায়।

১৬. তদনুসারে, সমন্বয়ে একটি খসড়া প্রচারমূলক নীতি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইউজিসি প্রবিধান, ২০১০ দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা সহ, উচ্চতর সহ

মানদণ্ড। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সালের ১৫ই মে আই. আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য অনুষদ সদস্যদের কাছে একটি সংশোধিত পদোন্নতি নীতি পাঠানো হয়। প্রস্তাবটি ২০১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর আই. আই. এফ. টি-র অধিকর্তা দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ২০১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর একটি বিজ্ঞপ্তি আই. আই. এফ. টি-র সমস্ত অনুষদ সদস্যদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয় যাতে জানানো হয় যে সমস্ত অনুষদ সদস্যদের জন্য "ইউজিসি-সিএএস" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তারা এর জন্য আবেদন করতে পারে। আই. আই. এফ. টি পরামর্শ দেয় যে আই. এফ. টি দ্বারা প্রস্তুত প্রচারমূলক নীতিকে "ইউজিসি-সিএএস" বলা হয়েছিল কিন্তু এটি ইউজিসির ক্যারিয়ার বিজ্ঞাপন প্রকল্পকে বোঝায়নি।

১৭. ২৭শে অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আবেদনগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল, যা প্রকাশ করে যে পদোন্নতি নীতিকে "ইউজিসি-সিএএস" হিসাবে চিহ্নিত করা ন্যায়সঙ্গত ছিল না কারণ এটি "ইউজিসি-সিএএস"-এর মতো নয়, তবে কেবল উচ্চতর মানদণ্ডের সাথে এর নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, জানুয়ারী ২০১৮ থেকে, এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ প্রচারমূলক প্রকল্প (আইপিএস) হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছিল।

১৮. ২০১৮-র ২৪শে এপ্রিল পরিচালনা পর্ষদের (সংক্ষেপে বি. ও. এম) ৪০তম বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে আই. পি. এস-কে আইটেম নম্বর এক্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৪০তম বৈঠকে এই আলোচ্যসূচিতে বিস্তারিত আলোচনা এবং আইনি মতামত নেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। ২০১৮-র ২৪শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত বৈঠকের প্রতিক্রিয়ায় ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক তাদের চিঠির মাধ্যমে এই বিষয়টি জানিয়েছে। ২০১৮ সালের ৭ই আগস্ট তারিখের , আই. আই. এফ. টি-র প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।

বিওএম-এর ৪১তম বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করা হয় এবং বিওএম-এর সমাধান করা হয়।

> "এজেন্ডা আইটেম নং এক্স (ফ্যাকাল্টি সদস্যদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রচারমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং অনুষদের পদোন্নতি) বিওএম-এর দ্বারাও উল্লেখ করা হয়।"

২০. ২০১৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৪১তম বৈঠকের কার্যবিবরণীগুলি ২০১৯ সালের ১১ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিওএম-এর ৪২২৪তম বৈঠকে নিশ্চিত করা হয়েছিল।

২১. এটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে "উল্লিখিত" এবং "অনুমোদিত" শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থ বহন করে। "উল্লিখিত" শব্দটি বোঝায় যে আরও উল্লেখের জন্য কিছু মনে রাখা হয়েছে বা কাগজে রাখা হয়েছে এবং "অনুমোদিত" শব্দটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্পষ্ট অনুমোদনের ইঙ্গিত দেয়। অতএব, ব্যাকরণগতভাবে এটা বলা যায় না যে, আই. আই. এফ. টি-র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮-র ২৬শে সেপ্টেম্বরের ৪১তম বৈঠকে আই. পি. এস-কে অনুমোদন দিয়েছে।

২২. তা সত্ত্বেও, আই. পি. এস-এর অনুমোদনের ঘটনাবলীর ক্রম থেকে এটা স্পষ্ট যে, যথাযথ আলোচনার পর ২০১৭-র ২৭শে অক্টোবর আই. এফ. টি-র অধিকর্তার দ্বারা এটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। মন্ত্রক সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল যা ২০১৮-র ২৬শে সেপ্টেম্বর বি. ও. এম দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, ২০১৯-এর ১১ই জানুয়ারি বোর্ড ২০১৮-র ২৬শে সেপ্টেম্বরের কার্যবিবরণীগুলি নিশ্চিত করেছিল। আমার মতে, উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি বোর্ড কর্তৃক আই. পি. এস-এর অনুমোদনের ইঙ্গিত দেয়। উপরোক্ত তথ্যগত প্রেক্ষাপটে, ১১ই জানুয়ারি, ২০১৯-এ প্রদত্ত নিশ্চিতকরণটি কোনও বিপরীত অভিপ্রায় ছাড়াই আইপিএস-এর অনুমোদন হিসাবে গণ্য করা উচিত।

২৩. এটিও স্পষ্ট যে -এ আবেদনকারীর নিয়োগের সময় ফেব্রুয়ারী ১৫,২০১৮, আইপিএস বিওএম দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। আই. আই. এফ. টি তার লিখিত নোটে

ইউজিসি প্রবিধান, ২০১৮ এবং আইপিএস-কে যুক্ত করে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী আই. আই. এফ. টি-তে স্তর-১২-এ ৮,০০০/- এর এ. জি. পি নিয়ে যোগদান করেছেন যা ইউজিসি-সিএএস-এর স্তর-১১-এর সমতুল্য কিন্তু প্রতি মাসে ৭,০০০/- এর এ. জি. পি নিয়ে। এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১৮-এর অধীনে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেতে ১৬ বছর সময় লাগবে এবং আইপিএস-এর অধীনে ১২ বছর সময় লাগবে। অতএব, ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১৮-এর তুলনায় আই. পি. এস আবেদনকারীর পক্ষে বেশি উপকারী। আবেদনকারী অবশ্য এর বিপরীতে যুক্তি দেখান।

২৪. তবে, এই আদালতের জন্য উপরোক্ত দুটি পদোন্নতির উপায়ের তুলনা করার প্রয়োজন নেই কারণ এটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১৮ আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য নয়। আবেদনকারীর নিয়োগপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারী ইনস্টিটিউটগুলির পরিষেবা উপ-আইন এবং সময়ে সময়ে ইনস্টিটিউটগুলি দ্বারা প্রণীত বা গৃহীত অন্যান্য বিধি ও প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। অতএব, আইপিএস, যা তার নিয়োগের পরে চালু করা হয়েছিল, তার প্রচারের উপায় পরিচালনা করবে।

২৫. তদনুসারে, ডব্লিউ. পি. এ. ২০০০ সালের নং ৮০৮৯ খারিজ করা হয়েছে এবং সংযুক্ত আবেদন আই . এ. নং সি . এ. এন. ২০২২ এর ১ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৬. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal